মহীতোষ নন্দী মহাবিদ্যালয়
দর্শন বিভাগ
আলোচ্য বিষয়ঃ সংবেদন (Sensation)

B.A. GENERAL

SEM-IV

সংবেদনের সংজ্ঞাঃ- (Definition of Sensaion)

সংবেদন হল একে মৌলিক মানসিক বৃত্তি। এ এক অবিশ্লেষিত প্রাথমিক বোধ বা অনুভব।

বাইরের জগতের কোন বস্তুর (উদ্দীপকের) সঙ্গে যখন কোন ইন্দ্রিয়ের সংযোগ ঘটে তখন ঐ বস্তু বা উদ্দীপক সেই ইন্দ্রিয়কে উদ্দীপক করে এবং সেই উদ্দীপনা অন্তর্মুখী স্নায়ুর মাধ্যমে মস্তিষ্কে চালিত হলে যে প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয়, তাকেই 'সংবেদন' বলে।

এই প্রাথমিক বোধের সঞ্চারকালে তার প্রকৃতি বা চরিত্র সম্বন্ধে কোন জ্ঞান হয় না, অর্থাৎ 'একটা কিছু' সম্পর্কে চেতনা হলেও সেই 'কিছুটা যে কি বস্তু' জানা যায় না।

কাজেই, সংবেদন এক নির্বিশেষ চেতনা মাত্র, কোন বিশিষ্টের চেতনা নয়।

সংবেদন সংজ্ঞা সম্পর্কে মনোবিদ সালির (Sully) বলেছেন -

"অন্তর্মুখী স্নায়ুর প্রান্তদেশ উদ্দীপিত হলে সেই উদ্দীপনা মস্তিষ্কে প্রবাহিত হওয়ার ফলে যে সরলতম চেতনা বা বোধের সঞ্চার হয়, তাকেই 'সংবেদন' বলে।"

সহজ কথায়, ইন্দ্রিয়ের সঙ্গে বাহ্যবস্তুর সংস্পর্শ ঘটামাত্র যে নির্বিশেষ প্রাথমিক চেতনার সৃষ্টি হয়, তাই হল সংবেদন। সংবেদনের অর্থবোধ হলে তা হয় প্রত্যক্ষণ (percepion)।

সংবেদনের উপাদানঃ-

সংবেদনকে বিশ্লেষণ করলে তিনটি মূল উপাদান পাওয়া যায়। এই তিনটি উপাদানের মিথস্ক্রিয়ার ফলে সংবেদনের উৎপত্তি হয়। তিনটি উপাদান হল:

(১) উদ্দীপক (stimulus),
(২) স্নায়ু-উদ্দীপনা (simulation of nerves),
এবং (৩) উদ্দীপক সম্বন্ধে প্রাথমিক চেতনা (elementary consciousness)।

প্রথমটি বহির্জাগতিক বিষয়, কখনো দৈহিক বিষয়; দ্বিতীয়টি শারীরিক বিষয় এবং তৃতীয়টি মানসিক বিষয়।)

সংবেদনের বৈশিষ্ট্য
(Nature or Characteristics of Sensaion):-

সংবেদনের এমন কিছু বৈশিষ্ট্য আছে যার জন্য তাকে অন্যান্য মানসিক অবস্থা থেকে ভিন্ন করা যায়। সংবেদনের বৈশিষ্ট্যগুলি হল:

(১) সংবেদন সংবেদন এক অর্থহীন মৌলিক মানসবৃত্তি, অবিশ্লেষিত প্রাথমিক বোধ বা চেতনা। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদনকে প্রত্যক্ষ থেকে ভিন্ন করা হয়। প্রাথমিক বোধরূপে সংবেদন অর্থহীন। সংবেদনের অর্থ করলে তা হয় প্রত্যক্ষ।

(২) সংবেদন মানসিক হলেও তা মন-ভিন্ন (not-self) অন্য কিছুর ওপর নির্ভর করে। সংবেদনের কারণ উদ্দীপক এবং উদ্দীপক এক জড়শক্তি।

(৩) সংবেদন বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের তথ্য সরবরাহ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগতের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও অন্তর্জগতের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা লাভ করি।

(৩) সংবেদন বাহ্যজগৎ ও অন্তর্জগৎ সম্পর্কে আমাদের তথ্য সরবরাহ করে। সংবেদনের মাধ্যমে আমরা বাহ্যজগতের বর্ণ, গন্ধ ইত্যাদি সম্পর্কে ও অন্তর্জগতের ক্ষুধা, তৃষ্ণা ইত্যাদি সম্পর্কে প্রাথমিক চেতনা লাভ করি।

(৪) সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক (objective), ব্যক্তিকেন্দ্রিক (subjective) নয়। এই বৈশিষ্ট্যের জন্য সংবেদন অনুভূতি (feeling) থেকে ভিন্ন। নিছক অনুভূতি, যথা- সুখ-দুঃখ, ব্যক্তিকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা, যা কোন বস্তুর গুণের ইঙ্গিত দেয় না। সংবেদন মাত্রই কোন অস্তিত্ববান বস্তুর গুণের নির্দেশ দেয় বলে এ হল বস্তুকেন্দ্রিক মানসিক অবস্থা।

(৫) সংবেদন অপেক্ষাকৃত নিষ্ক্রিয় (passive) মানসিক অবস্থা। প্রকৃত অর্থে কোন মানসবৃত্তি সম্পূর্ণ নিষ্ক্রিয় নয়। কিন্তু সংবেদনের ক্ষেত্রে মনের সক্রিয়তা অন্যান্য মানেসিক অনুমানসবৃত্তি অনেক কম। এ কারণে সংবেদনকে মনের নিষ্ক্রিয় মানসবৃত্তি বলা হয়

(৬) সংবেদন বস্তুকেন্দ্রিক হওয়ার ফলে তা যেন জোর করে আমাদের চেতনার রাজ্য অধিকার করে। ইন্দ্রিয় উদ্দীপিত হলে ইন্দ্রিয়জাত সংবেদন আমাদের গ্রহণ করতেই হয়। তাই বলা হয় যে, সংবেদনের মধ্যে এক প্রকার বাধ্যবাধকতার ভাব আছে। এই বৈশিষ্ট্যর জন্যও সংবেদনকে অনুভূতি ও কল্পনা থেকে পৃথক করা যায়।

The End

Tufan Ali Sheikh
Assistant Professor
Department of Philosophy
Mahitosh Nandy Mahavidyalaya